স্মারক নং-ইইউবি/অতিঃরেজিঃ/স্টুঃঅ্যাঃ/২০২২-১৭৪-(৩) তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ **সাইবার অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য বিশেষ সতর্কীকরণ বার্তা।**

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, "আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, যেমন ইন্টারনেট (ফেসবুক, চ্যাট রুম, ইমেইল, নোটিশ বোর্ড ইত্যাদি) এবং মোবাইল ফোনে এসএমএস ব্যবহার করে, অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মানহানি, কিংবা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি বা ক্ষতির কারণ হওয়া" সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধের আওতাভুক্ত।

০২. সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়েছে যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের মান-সম্মান নষ্ট করার অভিপ্রায়ে সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক ইত্যাদি) ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি লোড/আপত্তিকর মন্তব্য প্রদান করেছেন; এ ধরণের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের শারীরিক ও মানসিক/পীড়ার কারণ হয়েছে- যা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার উপর বড় ধরণের আঘাত। আপনার এ ধরণের কাজের প্রবণতা প্রমান করে আপনি তথ্য সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন।

০৩. উল্লেখ্য, আপনার এ ধরনের অনাহূত কাজের প্রভাবে ভুক্তভোগী জনাব জিহান আল-হামাদী, প্রভাষক, আইন বিভাগ এ বিষয়ে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত ও মৌখিকভাবে অবহিত করেছেন। এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দারুস সালাম থানা আপনার কার্যক্রমের বিষয়ে সাধারন ডায়েরি (G.D.) গ্রহণ করেছে- যার নং ১৫৩, তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২; উক্ত জিডি এর কপি উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ঢাকা মেট্রো পুলিশকে পাঠানো হয়েছে।

০৪. আপনাকে আরও জানানো যাচ্ছে যে, আইন বিভাগের শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নেতৃত্বে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীর বক্তব্যও গ্রহণ করা হয়। তদন্তের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আপনি উপরে বর্ণিত সাইবার অপরাধের সাথে জড়িত রয়েছেন।

০৫. আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া/ ফেসবুক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার করা দেশের প্রচলিত আইনে দন্ডনীয় অপরাধ এবং এ জন্য আপনার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

০৬. উপর্যুক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জরুরী সতর্ক বার্তা দেয়া যাচ্ছে যে, পরবর্তীতে আপনি এ ধরণের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন বলে প্রতীয়মান হলে; সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের "কোড অব কন্ডাক্ট ফর স্টুডেন্টস" এর আওতায় আপনার ছাত্রত্ব/সনদপত্র স্থগিতকরণ/বাতিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যমান আইনের আওতায় কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য হবে।

আশা করি পত্র প্রাপ্তির পর আপনি এ ধরণের অনাকাংখিত কাজ থেকে নিজেকে সর্বোতভাবে বিরত রাখবেন।

ড. কাজী বজলুর রহমান
প্রক্টর

প্রাপকঃ জনাব আকিবুল গাজী
আইডি নম্বরঃ ২১০১০৮০২৮
আইন বিভাগ
মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৫২৫৭২৩৫৫

স্মারক নং-ইইউবি/অতিঃরেজিঃ/স্টুঃঅ্যাঃ/২০২২-১৭৪-(৪) তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ **সাইবার অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য বিশেষ সতর্কীকরণ বার্তা।**

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, "আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, যেমন ইন্টারনেট (ফেসবুক, চ্যাট রুম, ইমেইল, নোটিশ বোর্ড ইত্যাদি) এবং মোবাইল ফোনে এসএমএস ব্যবহার করে, অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মানহানি, কিংবা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি বা ক্ষতির কারণ হওয়া" সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধের আওতাভুক্ত।

০২. সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়েছে যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের মান-সম্মান নষ্ট করার অভিপ্রায়ে সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক ইত্যাদি) ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি লোড/আপত্তিকর মন্তব্য প্রদান করেছেন; এ ধরণের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের শারীরিক ও মানসিক/পীড়ার কারণ হয়েছে- যা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার উপর বড় ধরণের আঘাত। আপনার এ ধরণের কাজের প্রবণতা প্রমান করে আপনি তথ্য সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন।

০৩. উল্লেখ্য, আপনার এ ধরনের অনাহুত কাজের প্রভাবে ভুক্তভোগী জনাব জিহান আল-হামাদী, প্রভাষক, আইন বিভাগ এ বিষয়ে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত ও মৌখিকভাবে অবহিত করেছেন। এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দারুস সালাম থানা আপনার কার্যক্রমের বিষয়ে সাধারন ডায়েরি (G.D.) গ্রহণ করেছে- যার নং ১৫৩, তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২; উক্ত জিডি এর কপি উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ঢাকা মেট্রো পুলিশকে পাঠানো হয়েছে।

০৪. আপনাকে আরও জানানো যাচ্ছে যে, আইন বিভাগের শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নেতৃত্বে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীর বক্তব্যও গ্রহণ করা হয়। তদন্তের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আপনি উপরে বর্ণিত সাইবার অপরাধের সাথে জড়িত রয়েছেন।

০৫. আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া/ ফেসবুক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার করা দেশের প্রচলিত আইনে দন্ডনীয় অপরাধ এবং এ জন্য আপনার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

০৬. উপর্যুক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জরুরী সতর্ক বার্তা দেয়া যাচ্ছে যে, পরবর্তীতে আপনি এ ধরণের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন বলে প্রতীয়মান হলে; সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের "কোড অব কন্ডাক্ট ফর স্টুডেন্টস" এর আওতায় আপনার ছাত্রত্ব/সনদপত্র স্থগিতকরণ/বাতিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যমান আইনের আওতায় কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য হবে।

আশা করি পত্র প্রাপ্তির পর আপনি এ ধরণের অনাকাংখিত কাজ থেকে নিজেকে সর্বোতভাবে বিরত রাখবেন।

ড. কাজী বজলুর রহমান
প্রক্টর

প্রাপকঃ জনাব সম্রাট খান রাব্বী
আইডি নম্বরঃ ২১০১০৮০৪৯
আইন বিভাগ

স্মারক নং-ইইউবি/অতিঃরেজিঃ/স্টুঃঅ্যাঃ/২০২২-১৭৪-(২) তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ **সাইবার অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য বিশেষ সতর্কীকরণ বার্তা।**

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, "আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, যেমন ইন্টারনেট (ফেসবুক, চ্যাট রুম, ইমেইল, নোটিশ বোর্ড ইত্যাদি) এবং মোবাইল ফোনে এসএমএস ব্যবহার করে, অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মানহানি, কিংবা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি বা ক্ষতির কারণ হওয়া" সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধের আওতাভুক্ত।

০২. সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়েছে যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের মান-সম্মান নষ্ট করার অভিপ্রায়ে সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক ইত্যাদি) ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি লোড/আপত্তিকর মন্তব্য প্রদান করেছেন; এ ধরণের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের শারীরিক ও মানসিক/পীড়ার কারণ হয়েছে- যা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার উপর বড় ধরণের আঘাত। আপনার এ ধরণের কাজের প্রবণতা প্রমান করে আপনি তথ্য সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন।

০৩. উল্লেখ্য, আপনার এ ধরনের অনাহুত কাজের প্রভাবে ভুক্তভোগী জনাব জিহান আল-হামাদী, প্রভাষক, আইন বিভাগ এ বিষয়ে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত ও মৌখিকভাবে অবহিত করেছেন। এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দারুস সালাম থানা আপনার কার্যক্রমের বিষয়ে সাধারন ডায়েরি (G.D.) গ্রহণ করেছে- যার নং ১৫৩, তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২; উক্ত জিডি এর কপি উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ঢাকা মেট্রো পুলিশকে পাঠানো হয়েছে।

০৪. আপনাকে আরও জানানো যাচ্ছে যে, আইন বিভাগের শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নেতৃত্বে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীর বক্তব্যও গ্রহণ করা হয়। তদন্তের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আপনি উপরে বর্ণিত সাইবার অপরাধের সাথে জড়িত রয়েছেন।

০৫. আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া/ ফেসবুক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার করা দেশের প্রচলিত আইনে দন্ডনীয় অপরাধ এবং এ জন্য আপনার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

০৬. উপর্যুক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জরুরী সতর্ক বার্তা দেয়া যাচ্ছে যে, পরবর্তীতে আপনি এ ধরণের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন বলে প্রতীয়মান হলে; সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের "কোড অব কন্ডাক্ট ফর স্টুডেন্টস" এর আওতায় আপনার ছাত্রত্ব/সনদপত্র স্থগিতকরণ/বাতিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যমান আইনের আওতায় কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য হবে।

আশা করি পত্র প্রাপ্তির পর আপনি এ ধরণের অনাকাংখিত কাজ থেকে নিজেকে সর্বোতভাবে বিরত রাখবেন।

ড. কাজী বজলুর রহমান
প্রক্টর

প্রাপকঃ নাইশী পিউরী
আইডি নম্বরঃ ২১০১০৮০২০
আইন বিভাগ
মোবাইল নম্বরঃ ০১৮৪৯২৯৭০৮৯

স্মারক নং-ইইউবি/অতিঃরেজিঃ/স্টুঃঅ্যাঃ/২০২২-১৭৪-(১) তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ **সাইবার অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য বিশেষ সতর্কীকরণ বার্তা।**

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, "আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, যেমন ইন্টারনেট (ফেসবুক, চ্যাট রুম, ইমেইল, নোটিশ বোর্ড ইত্যাদি) এবং মোবাইল ফোনে এসএমএস ব্যবহার করে, অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মানহানি, কিংবা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি বা ক্ষতির কারণ হওয়া" সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধের আওতাভুক্ত।

০২. সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়েছে যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের মান-সম্মান নষ্ট করার অভিপ্রায়ে সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক ইত্যাদি) ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি লোড/আপত্তিকর মন্তব্য প্রদান করেছেন; এ ধরণের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের শারীরিক ও মানসিক/পীড়ার কারণ হয়েছে- যা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার উপর বড় ধরণের আঘাত। আপনার এ ধরণের কাজের প্রবণতা প্রমান করে আপনি তথ্য সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন।

০৩. উল্লেখ্য, আপনার এ ধরনের অনাহত কাজের প্রভাবে ভুক্তভোগী জনাব জিহান আল-হামাদী, প্রভাষক, আইন বিভাগ এ বিষয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত ও মৌখিকভাবে অবহিত করেছেন। এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দারুস সালাম থানা আপনার কার্যক্রমের বিষয়ে সাধারন ডায়েরি (G.D.) গ্রহণ করেছে- যার নং ১৫৩, তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২; উক্ত জিডি এর কপি উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ঢাকা মেট্রো পুলিশকে পাঠানো হয়েছে।

০৪. আপনাকে আরও জানানো যাচ্ছে যে, আইন বিভাগের শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নেতৃত্বে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীর বক্তব্যও গ্রহণ করা হয়। তদন্তের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আপনি উপরে বর্ণিত সাইবার অপরাধের সাথে জড়িত রয়েছেন।

০৫. আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া/ ফেসবুক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার করা দেশের প্রচলিত আইনে দন্ডনীয় অপরাধ এবং এ জন্য আপনার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

০৬. উপর্যুক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জরুরী সতর্ক বার্তা দেয়া যাচ্ছে যে, পরবর্তীতে আপনি এ ধরণের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন বলে প্রতীয়মান হলে; সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের "কোড অব কন্ডাক্ট ফর স্টুডেন্টস" এর আওতায় আপনার ছাত্রত্ব/সনদপত্র স্থগিতকরণ/বাতিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যমান আইনের আওতায় কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য হবে।

আশা করি পত্র প্রাপ্তির পর আপনি এ ধরণের অনাকাংখিত কাজ থেকে নিজেকে সর্বোতভাবে বিরত রাখবেন।

ড. কাজী বজলুর রহমান
প্রক্টর

প্রাপকঃ জনাব নিজাম উদ্দিন তপাদার
আইডি নম্বরঃ ২১০১০৮০১৭
আইন বিভাগ
মোবাইল নম্বরঃ ০১৮৫৩১৭৫৭৬৫

স্মারক নং-ইইউবি/অতিঃরেজিঃ/স্টুঃঅ্যাঃ/২০২২-১৭৪-(৫) তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ **সাইবার অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য বিশেষ সতর্কীকরণ বার্তা।**

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, "আধুনিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, যেমন ইন্টারনেট (ফেসবুক, চ্যাট রুম, ইমেইল, নোটিশ বোর্ড ইত্যাদি) এবং মোবাইল ফোনে এসএমএস ব্যবহার করে, অপরাধমূলক অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্মানহানি, কিংবা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি বা ক্ষতির কারণ হওয়া" সাইবার বা কম্পিউটার অপরাধের আওতাভুক্ত।

০২. সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয়েছে যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের মান-সম্মান নষ্ট করার অভিপ্রায়ে সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক ইত্যাদি) ব্যবহার করে অশ্লীল ছবি লোড/আপত্তিকর মন্তব্য প্রদান করেছেন; এ ধরণের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের শারীরিক ও মানসিক/পীড়ার কারণ হয়েছে- যা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার উপর বড় ধরণের আঘাত। আপনার এ ধরণের কাজের প্রবণতা প্রমান করে আপনি তথ্য সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন।

০৩. উল্লেখ্য, আপনার এ ধরনের অনাহত কাজের প্রভাবে ভুক্তভোগী জনাব জিহান আল-হামাদী, প্রভাষক, আইন বিভাগ এ বিষয়ে ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে লিখিত ও মৌখিকভাবে অবহিত করেছেন। এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দারুস সালাম থানা আপনার কার্যক্রমের বিষয়ে সাধারন ডায়েরি (G.D.) গ্রহণ করেছে- যার নং ১৫৩, তারিখঃ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২; উক্ত জিডি এর কপি উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিবি, ঢাকা মেট্রো পুলিশকে পাঠানো হয়েছে।

০৪. আপনাকে আরও জানানো যাচ্ছে যে, আইন বিভাগের শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের নেতৃত্বে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শিক্ষার্থীর বক্তব্যও গ্রহণ করা হয়। তদন্তের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আপনি উপরে বর্ণিত সাইবার অপরাধের সাথে জড়িত রয়েছেন।

০৫. আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়া/ ফেসবুক ব্যবহার করে কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা প্রচার করা দেশের প্রচলিত আইনে দন্ডনীয় অপরাধ এবং এ জন্য আপনার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

০৬. উপর্যুক্ত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনাকে জরুরী সতর্ক বার্তা দেয়া যাচ্ছে যে, পরবর্তীতে আপনি এ ধরণের কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন বলে প্রতীয়মান হলে; সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের "কোড অব কন্ডাক্ট ফর স্টুডেন্টস" এর আওতায় আপনার ছাত্রত্ব/সনদপত্র স্থগিতকরণ/বাতিলসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদ্যমান আইনের আওতায় কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে বাধ্য হবে।

আশা করি পত্র প্রাপ্তির পর আপনি এ ধরণের অনাকাংখিত কাজ থেকে নিজেকে সর্বোতভাবে বিরত রাখবেন।

ড. কাজী বজলুর রহমান
প্রক্টর

প্রাপকঃ আমেনা খাতুন রুশা
আইন বিভাগ
মোবাইল নম্বরঃ ০১৬৩০৯৪২৫৯১